সংবাদ

LTO JUL 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গোয়েন্দা নজরদারিতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

গত ১ জুলাই শুক্রবার রাত ৯টার দিকে রাজধানীর গুলশান ২ এর ৭৯ নম্বর রোডের ৫ নম্বর বাড়িতে হলি আর্টিজান বেকারি ও স্প্যানিশ রেস্টুরেন্টে জঙ্গি হামলার পর গোয়েন্দা নজরদারিতে আসছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক ও ছাত্রদের গতিবিধি নজরদারিতে রাখতে সরকারের সর্বোচ্চ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে গোয়েন্দা সংস্থাকে। গতকাল গোয়েন্দা সংস্থার একটি সূত্র এসব তথ্য জানায়। সূত্র জানায়, শুক্রবার নিহত জঙ্গিদের ছবি প্রকাশের পর বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বের হয়ে আসছে তাদের পরিচয়। যাদের অধিকাংশই দেশের নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থী। এ কারণে কয়েকটি ধাপে এ নজরদারি চলবে। প্রথমে সন্দেহভাজন স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের তালিকা চাওয়া হবে। এরপর ওই শিক্ষকদের ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই-বাছাই করা হবে। এদের মধ্যে প্রাধান্য পাবে যেসব শিক্ষক দেশের বাইরে থেকে পড়াশুনা বা চাকরি করে বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। তাদের বর্তমান কার্যক্রম ও অতীত নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করবে গোয়েন্দারা।

শিক্ষকদের পাশাপাশি ছাত্রদের গতিবিধিও নজরদারিতে রাখা হবে। ছাত্ররা কাদের সঙ্গে মিশছে। কোন কোন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। সংগঠনগুলোর কার্যক্রমও খতিয়ে দেখবে গোয়েন্দারা। এছাড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা

গোয়েন্দা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

গোয়েন্দা : নজরদারিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কার্যক্রমের পাশাপাশি কী কী ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাও নজরে রাখা হবে। স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-শিক্ষকদের পাশাপাশি যেসব দেশি-বিদেশি সাংবাদিক বাংলাদেশে অতীতে কাজ করে গেছেন, একপর্যায়ে বিদেশে গেছেন আবার দেশে ফিরে এসে কাজ করছেন তাদেরকেও নজরদারির আওতায় রাখা হবে। তাদের মধ্যে একটা অংশ আছেন যারা বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করেছেন। তাদেরকেও নজরদারির আওতায় আনা হবে।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা জানান, পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানের সীমান্তে জঙ্গি সংগঠনের অস্ত্রাগার ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্প রয়েছে। সেখান থেকে প্রশিক্ষিত জঙ্গিরা বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করছে। এরা মায়ানমারের আরাকান (বর্তমান রাখাইন) রাজ্যেও ঘাঁটি গেড়েছে। ঝিমিয়ে পড়া বাংলাদেশি জঙ্গিদের সক্রিয় করতে তারা রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলায় আস্তানা গড়ার চেষ্টা করছে। প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বাংলাদেশের উগ্রপন্থি সংগঠনের জঙ্গি সদস্যদের। হাতেকলমে তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে বোমা তৈরি, বোমা হামলা, অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র চালনা ও যুদ্ধের কৌশল সম্বন্ধে পারদর্শী হয়ে উঠছে এদেশীয় জঙ্গিরা। বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলো বিশেষ করে জেএমবি এখন দেশের বিভিন্ন পার্বত্য জেলার গহিন এলাকায় লোকচক্ষুর অন্তরালে আস্তানা স্থাপনের চেষ্টা চালাচ্ছে। এরা গোপনে সাংগঠনিক তৎপরতা চালানোর চেষ্টা করছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার (এডিসি) ছানোয়ার হোসেন বলেন, স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আমরা অনেক আগে থেকেই তৎপর আছি। সেই ২০০৯ সাল থেকে আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করছি। গুলশানের ঘটনাটা আবার নতুন করে ভাবাচ্ছে। আমরা এসব প্রতিষ্ঠান নিয়ে সজাগ আছি। কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট শুধু মহানগরীতে নয়, এটা জাতীয়ভাবে সারাদেশে করতে হবে উল্লেখ করে ছানোয়ার হোসেন বলেন, আমাদের দেশে কাউন্টার টেরোরিজম শুধু মহানগরীতে রয়েছে। কিন্তু বাইরের দেশে জাতীয়ভাবে এসব কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট করা হয়। ঢাকায় কিন্তু জঙ্গিরা সংঘবদ্ধ হতে পারে না। কারণ ঢাকায় কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট আছে। সারাদেশে জাতীয়ভাবে এটা করা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এটা হয়ে গেলে জঙ্গি তৎপরতা দেশে আর কোথায়ও সংঘবদ্ধ হতে পারবে না। গত ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্টুরেন্টে জঙ্গি হামলার পরপরই ৫ জঙ্গির ছবি প্রকাশ করে আইএস। এদের মধ্যে ৩ জনের পরিচয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুলে ধরেছেন স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের জঙ্গিদের বন্ধু-পরিচিত ও আত্মীয়রা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সূত্রে জানা যায়, পুলিশের প্রকাশিত ৫ জনের মধ্যে একজন রোহান ইমতিয়াজ। তিনি রাজধানীর স্কলাস্টিকা স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য পড়ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রোহান এ বছরের জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। থানায় নিখোঁজের একটি সাধারণ ডায়েরিও করা হয়েছিল। এরপর থেকে পরিবারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না রোহানের। তার বাবা ইমতিয়াজ খান বাবুল ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এবং বাংলাদেশ সাইক্লিস্ট ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি।

আরেকজন নিহত জঙ্গি হলো মীর সামেহ মুবাশ্বের। সেও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্কলাস্টিকায় পড়াশুনা করেছে। এ লেভেল পরীক্ষার আগে গত মার্চে নিখোঁজ হয়। পরে তার নিখোঁজের বিষয়েও একটি জিডি করা হয়। মুবাশ্বেরের বাবা মীর হায়াত কবির অ্যালকাটেল-লুসেন্ট বাংলাদেশের কর্মকর্তা। মা খালেদা পারভীন একটি সরকারি কলেজের শিক্ষিকা। পাঁচ জঙ্গির আরেকজন নিত্রাস ইসলাম। পড়ালেখা করেছেন ঢাকার ইন্টারন্যাশনাল টার্কিশ হোপ স্কুলে। এরপর তিনি অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক মোনাশ ইউনিভার্সিটির মালয়েশিয়া ক্যাম্পাসে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট সার্ভিসেসের কোঅর্ডিনেটর ছিলেন। কিছুদিন মোনাশে থাকার পর সেখানে আর ভালো না লাগায় ফিরে আসেন দেশে। ভর্তি হন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে।